জুমার খুতবা

21/09/1443

22/04/2022

সম্মানিত শায়খ ড

আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিষয়

রমযানের শেষ দশক প্রাপ্তির নেয়ামত।

রমযানের শেষ দশক প্রাপ্তির নেয়ামত।

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

অতঃপরঃ

আল্লাহর বান্দাগণ ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং গোপনে ও নির্জনে তাকে সমীহ করে চলুন।

হে মুসলমানগণ!

কল্যাণের মৌসুমসমূহ পাওয়া আল্লাহর অন্যতম বড় নেয়ামত। আর যে সকল সময়ে সৎকর্মের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, সে সময়গুলোর উপস্থিতি আল্লাহর বিশাল একটি দয়া। বান্দা যতই দীর্ঘজীবি হোক না কেন- বস্তুত তার আয়ু সংক্ষিপ্ত। কল্যাণের মৌসুমগুলোতে প্রতিদান ও সওয়াবকে বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয় যা ব্যক্তির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও প্রশস্থতার সমান।

বান্দার জন্য যেসব মৌসুম আল্লাহ তায়ালা চয়ন করেছেন সেগুলোর মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন ও আলাদা হয়ে থাকে। তবে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষনীয় বিষয় হল, মৌসুমগুলোর শেষের পরিপূর্ণতা, শুরুর ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়। কেননা আমল নির্ভর করে তার সর্বশেষ অবস্থার উপর।

যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল এবং আল্লাহ তাকে এ মাসে সিয়াম কিয়াম পালন করার সক্ষমতা দিয়েছেন; মূলত তাকে এমন সুযোগ দান করা হয়েছে যা থেকে সৃষ্টির অনেকেই বঞ্চিত। কাজেই রমযানের

শেষ দশক পর্যন্ত সে যদি আয়ু পেয়ে থাকে, তাহলে সে যেন এমন কিছুর জন্য নির্বাচিত হল যা হাতছাড়া হলে আফসোস ও টেনশন করা হয়; যেহেতু তাকে এমন সুযোগ দেয়া হয়েছে যাতে কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, গোনাহ মাফের প্রার্থনা করা হয়, যা ঘাটতি হয়েছে তা পূরণ করা যায়, ত্রুটি সংশোধন করা যায় এবং সে এমনও সৎ আমল করতে পারে যা জান্নাতে তার মর্যাদাকে আরো উন্নত করে। রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায়িত হোক যার কাছে রমযান মাস আগমণ করেছে, অতঃপর তার গোনাহ মোচন হওয়ার আগেই প্রস্থান করেছে।) সুনানে তিরমিযি।

রমযানের শেষ দশকটি এ মাসের মুকুট, উপসংহার এবং এর মালা পরিধানের মাধ্যম। এ সময়ের ইবাদত বছরের অন্যান্য সকল রাত্রির ইবাদতের চেয়ে উত্তম। এ সময়ে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। ইবনে রজব রহঃ বলেনঃ (ফজিলতপূর্ণ সময়ে -যেমন রমযান মাস, বিশেষ করে যে রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা হয়-, বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব; সময়ের মুল্যায়ানের স্বরূপ।)

এতে রয়েছে 'লাইলাতুল কদর' তথা কদরের রাত্রি, যাতে আল্লাহ তায়ালা সম্পুর্ণ মহাগ্রন্থ আল কুরআন দুনিয়ার আসমানে নাযিল করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেছেন : [নিশ্চয় আমি এটা (কুরআন) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে।] সূরা আল-কদর : ১। এটা মহাগুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাত। মহান আল্লাহ বলেনঃ [আর আপনাকে কিসে জানাবে লাইলাতুল কদর কী ?] সূরা আল-কদর : ২। এ রাতটি বরকতপূর্ণ, অনেক কল্যাণের। মহান আল্লাহ বলেন : [নিশ্চয় আমি এটাকে (কুরআন) নাযিল করেছি বরকতময় রাত্রিতে।] সূরা আদ-দুখান : ৩।

এটা এমন রাত যে রাতের আমল ও সওয়াব হাজার মাসের ইবাদত যাতে লাইলাতুল কদর নেই- তার চেয়েও উত্তম। এ রাতে

একবার 'তাসবীহ' পাঠের ফজিলত অনুমান করা যায় না, এর সওয়াব কোন পরিমাণে নির্ধারণ করা যায় না। এ রাতের এক রাকাত সালাত বহু বছরের ইবাদতের সমান।

কাজেই যে ব্যক্তি এ রাতে কবুলযোগ্য সৎ আমলের তাওফীক পেল, তাকে যেন সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল দেয়া হল, যার পুরোটাই সে ইবাদত ও আনুগত্যে কাটিয়েছে।

লাইলাতুল কদরের মর্যাদার কারণে সৃষ্টিকুলের পুরো এক বছরের তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর 'লওহে মাহফুজ' থেকে পুরো এক বছরের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তাবলী সংশ্লিষ্ট লিপিকার ফেরেশতাদের কাছে অর্পণ করা হয়; এ সময়ে কার আয়ু ও রিযিক কেমন হবে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী ঘটবে ইত্যাদি বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন : [সে রাতে প্রত্যেক চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়।* আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে।] সূরা আদ-দুখানঃ ৪-৫।

এ রাতের অধিক বরকতের কারণে রাত্রিটিতে আল্লাহর অনুমতিক্রমে ব্যাপক হারে ফেরেশতাগণ আসমান থেকে অবতরণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন : [সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ নাযিল হয় তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।] সূরা আল-কদরঃ ৪। ইবনে কাসীর রহঃ বলেনঃ (এ রাতে অনেক ফেরেশতা আগমণ করেন; রাতটির প্রচুর বরকতের কারণে। রহমত ও বরকত নাযিলের পাশাপাশি ফেরেশতাগণও অবতরণ করেন, যেমনভাবে তারা অবতরণ করেন কুরআন তেলাওয়াতের সময় এবং যিকিরের মজলিশকে বেষ্টন করে রাখেন এবং তারা 'তালেবে ইল্‌ম' তথা শিক্ষার্থীদের সম্মানার্থে তাদের ডানাগুলো বিছিয়ে দেন।)

লাইলাতুল কদরের বিশাল সওয়াবে বিশ্বাস করে এবং প্রতিদান পাওয়ার আশায় এ রাত্রিটি জাগরণ করে ইবাদতের প্রতিদান হলঃ সমস্ত গোনাহ মাফ হওয়া। রাসূল সাঃ বলেছেন : (যে ব্যক্তি ঈমানের

সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাত জেগে ইবাদত করে; তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

সালাত আদায় করা, দোয়া, যিকির, ইস্তিগফার ইত্যাদির মাধ্যমে এ রাতকে আবাদ করা বৈধ। যে ব্যক্তি এ রাতের বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সে বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: (এতে -অর্থাৎ রামযানে- একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত সে আসলেই বঞ্চিত।) মুসনাদে আহমাদ।

লাইলাতুল কদরের বিশাল মর্যাদার কারণে নবী সাঃ শেষ দশকে এটাকে পাওয়ার জন্য তালাশ করতেন এবং তার সাহাবীদেরকেও তা তালাশে উদ্বুদ্ধ করতেন। তবে এটা শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে হওয়ার অধিক সম্ভবনাময়। নবী সাঃ লাইলাতুল কদর লাভে অধিক আগ্রহী হওয়ার কারণে একবার রমযানের প্রথম দশকে ইতিকাফ করেছেন, তারপর মধ্য দশকে। অবশেষে যখন তিনি জানতে পারেন যে তা শেষ দশকে, তখন তিনি এ দশকেই ইতিকাফ করেন। সহীহ মুসলিম।

নবী সাঃ এ দশকে অধিক পরিমাণে ইবাদত পালন করতেন এবং ব্যাপক সাধনা করতেন; সালাত আদায়, দোয়া, যিকির-আযকার ও ইস্তিসফার ইত্যাদির মাধ্যমে রাতের বেশির ভাগ সময় জাগতেন। আয়েশা রাঃ বলেন: (রাসূল সাঃ শেষ দশকে যে পরিমাণ সাধনা করতেন, তা অন্য সময়ে করতেন না।) সহীহ মুসলিম।

নবী সাঃ এই দশকে পার্থিব বিষয়ে অল্পই ব্যস্ত হতেন এবং লোকদের থেকে আলাদা হয়ে যেতেন। তিনি পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন, যেন তারাও এ রাত্রিগুলোর কল্যাণ অর্জন করে। আয়েশা রাঃ বলেন: (শেষ দশক শুরু হলে রাসূল সাঃ নিজে রাত জাগতেন, পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন, আন্তরিক হতেন এবং কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নিতেন।) বুখারী ও মুসলিম।

তিনি তাঁর মসজিদে প্রতি বছর শেষ দশকে ইতিকাফ করে লাইলাতুল কদর তালাশ করতেন ; যাতে তিনি মনযোগ ও সৎকাজে অগ্রসরমান আত্মা নিয়ে ইবাদতে লিপ্ত থাকাবস্থায় তা পেতে পারেন। আয়েশা রাঃ বলেন : (নবী সাঃ রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন, আল্লাহ তাকে মৃত্যু দেয়া পর্যন্ত। অতঃপর তার পরে তার স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন।) বুখারী ও মুসলিম।

প্রত্যেক ইবাদত যা রমযানে শরিয়তসম্মত করা হয়েছে তা এ মাসের শেষ রাত অবধি বিস্তৃত। বরং এগুলো শেষ দশকে আরো গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুসলিম ব্যক্তির আগ্রহ এ সময়ে আরো বেশি হওয়া উচিত। ফলে এ সময়ে দিনে সিয়াম পালনের পাশাপাশি রাতে বিশেষকরে জামাতবদ্ধ হয়ে কিয়ামুল লাইল পালন করা বৈধ। কেননা (যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত কিয়ামুল লাইল আদায় করবে, তার জন্য কিয়ামুল লাইলে সারারাত অতিবাহিত করা লিপিবদ্ধ করা হবে।) মুসনাদে আহমাদ।

এ সময়ে যে ইবাদতগুলো করা যায় সেগুলো যেমন : বেশি বেশি যিকির-আযকার করা, দোয়া করা, কুরআন তেলাওয়াতে লেগে থাকা, নানা পন্থায় দান-সদকা করে সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা, অভাবীদের প্রয়োজন মেটানো, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, পিতামাতার খেদমত করা, প্রতিবেশীদের প্রতি ইহসান করা ইত্যাদি। তাছাড়া রমযানে উমরা করা নবী সাঃ এর সাথে হজ পালন করার সমান।

এ সময়ের আগে ও পরে যে কাজটি অতি জরুরী তা হল : একনিষ্ঠভাবে সত্য তওবা করা, স্রষ্টার প্রতি সর্বদা প্রত্যাবর্তন ও অন্তরকে অবনত করা। পবিত্রকরণ এবং অন্তরের বিশুদ্ধতা, ইখলাছ ও নবীর আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে সংশোধন পূর্বক আত্মার যত্ন নেয়া।

সালাফদের মধ্যে অনেক ইবাদতকারী ছিলেন যারা অধিক রুকু-সিজদা ও সার্বক্ষণিক সিয়াম ও কিয়ামুল লাইল পালন করতেন।

আবার তাদের মাঝে এর চেয়েও কম ইবাদতকারী ছিলেন। কিন্তু তারা সকলেই সর্বদা অন্তরের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদ বাস্তবায়ন ও হৃদয়কে বিশুদ্ধ করা। ইবনে রজব রহঃ বলেনঃ (নবী সাঃ ও তার বিশেষ সাহাবীদের অধিকাংশ নফল ইবাদত ছিল অন্তরের প্রতি সদাচরণ, তাকে পবিত্রকরণ, তাকে নিরাপদকরণ এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। তারা তা করতেন আল্লাহর ভয়ে, তাঁর প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও মহত্ত্ব প্রদর্শন করার জন্য, তাঁর নিকট যা আছে তা লাভের আশায় এবং যা নিঃশেষ হয়ে যায় (দুনিয়া) তার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে।)

অতঃপর হে মুসলিমগণ!

আয়ুষ্কালই আখেরাত চর্চার সময় এবং যে শ্বাস-প্রশ্বাস বুকের ভিতর চলমান রয়েছে তা বেরিয়ে গেলে আর ফিরে আসবে না। তাই সময়ের এক মূহুর্তের প্রতিও অবহেলা করা প্রবঞ্চনা ও ক্ষতির শামিল।

যে ব্যক্তি এই মাসের প্রথম অংশে অবহেলা করেছে, তার জন্য এর প্রতিবিধান করার দরজা খোলা রয়েছে। সুতরাং আপনি আল্লাহর সাহায্য চান, অপারগ হবেন না। আর অলসতা ও কালক্ষেপণ করবেন না; বরং এ মাসের বাকি অংশে আমলের সুযোগকে দ্রুত মুল্যায়ন করুন। আশা করা যায় এর মাধ্যমে যে সময় হাতছাড়া হয়ে গেছে তার প্রতিবিধান বা ঘাটতি পূরণ করা যাবে।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ
عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ﴾

অর্থঃ [আর তোমরা তীব্র গতিতে চল তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।] সূরা আলে ইমরানঃ ১৩৩।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবাঃ

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ!

রমযানের এ দশকের রাত্রিগুলো সারা বছরের অন্যান্য রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কাজেই এ সময়ের দিন-রাতের কোন অংশকে আপনি অবহেলা করবেন না। আর আপনি চেষ্টা করুন; যেন সর্বদা আল্লাহ আপনাকে ইবাদতে মশগুল দেখেন। আপনি যদি ইবাদত পালনে দূর্বল হন তবে সাবধান থাকুন তিনি যেন আপনাকে পাপে জড়িত না দেখেন। ওয়াজিব আদায়ে অবহেলা করবেন না। তাওহীদের পর সবচেয়ে বড় ওয়াজিব হল যথাসময়ে সালাত আদায় করা। বেশি বেশি সালাত আদায় করুন, আল্লাহ আপনাকে যা রিযিক দিয়েছেন তা থেকে দান করুন, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে অনুনয় করুন এবং সর্বদা ইখলাছের সাথে দোয়া করুন; কেননা এটা কবুল হওয়া ও বিপদমুক্তির মাধ্যম। কুরআন হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলো অনুসন্ধান করুন, কেননা তা কবুল হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত। বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকুন। রাসুল সাঃ বলেছেন : (তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর; কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার

তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আসবে।) সহীহ মুসলিম।

বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করুন; কেননা এটা বিজয় ও সফলতার মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেনঃ [আর তোমরা আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর।] সূরা আল-আনফালঃ ৪৫।

ওমযান মাসকে সমাপ্ত করুন ইস্তিসফার করে এবং আল্লাহর কাছে কবুলিয়্যত কামনা করে। আর নিজের অন্তর থেকে সৎ আমল সম্পাদন করতে পারার বড়াই ছুড়ে ফেলুন; কেননা তা সৎ আমলকে বিনষ্ট করে দেয়।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে আপনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ...

সমাপ্ত

خطبة الجمعة

١٤٤٣/٠٩/٢١ هـ

2022/04/22 م

فضيلة الشيخ الدكتور

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

بعنوان

نعمة إدراك العشر الأواخر من رمضان

مترجمة باللغة البنغالية